কালের কণ্ঠ

তারিখ 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

বাউবির পরীক্ষা ফলাফল সবই অনিয়মিত

শরীফুল আলম সুমন ▶

যাঁরা চাকরি করেন বা কোনো কারণে পড়ালেখা শেষ করতে পারেননি, তাঁদের পড়ালেখা করার অন্যতম ভরসাস্থল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)। কিন্তু বাউবির বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়ে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় কবে পরীক্ষা হবে। আর কোনোভাবে পরীক্ষা শেষ হলেও তাঁদের নতুন যন্ত্রণা শুরু হয় ফলাফল নিয়ে। ১০ থেকে ১২ মাসের আগে কোনো পরীক্ষারই ফলাফল দেওয়ার নজির নেই। তবে বাউবির কোর্সে একবার ভর্তি হলে এটা নিশ্চিত যে তিনি সার্টিফিকেট পাবেন। অন্য সব বোর্ডে পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু ও পরীক্ষা নকলমুক্ত করা সম্ভব হলেও বাউবির দিকে কারো নজর নেই। এখানকার এসএসসি, এইচএসসি ও বিবিএস কোর্সে এখনো মেধার চলে ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

বাউবির পরীক্ষা-ফলাফল

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নকল। বাউবির একাধিক শিক্ষক ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও স্বীকার করলেন নকলের ব্যাপ্তি। ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মিডিয়া সেন্টার করলেও অল্প কিছুদিন বিটিভিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পর তা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার কবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হবে তা জানাতে পারছেন না কেউ।

বাউবির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. আসাদুজ্জামান উকিল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের পরীক্ষাগুলোতে এখনো প্রচুর নকল হয়, এটা সত্য। অন্যান্য বোর্ড পরীক্ষার ব্যাপারে সবাই যেভাবে সিরিয়াস, বাউবির পরীক্ষায় এর ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যায় না। আমাদের পরীক্ষাগুলো হয় ছুটির দিনে। ওই দিনে ঠিকমতো ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া যায় না। আমরা তো নকল করতে দিতে চাই না। আমাদের তরফ থেকে যা যা করা দরকার তা করছি। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর নকল অনেকাংশে কমেছে।' সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের নানামুখী সমস্যা রয়েছে। এগুলো আগে সমাধান করতে হবে।'

বাউবি সূত্রে জানা যায়, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার লাখের ওপরে। ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৪০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং দেড় হাজার কেন্দ্রের মাধ্যমে চলে বাউবির পড়ালেখা। তবে বাউবির চলা ২৬টি কোর্সের মধ্যে অধিকাংশেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। অনেক কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো থাকলেও সেসব কোর্সে কোনো শিক্ষার্থী নেই। তবে এসএসসি, এইচএসসি, বিবিএস, কয়েকটি বিষয়ের অনার্স কোর্স, সিবিএ, এমবিএ, বিএড এবং এমএড কোর্সগুলো শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে।

সানোয়ার নামের বাউবির এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমি এইচএসসি পাসের পরই চাকরিতে ঢুকি। পরে বাউবির বিবিএস কোর্সে ভর্তি হই। তিন বছরের কোর্স সাড়ে চার বছরেও শেষ করতে পারিনি। তাহলে এর পরের কোর্সে কিভাবে সাউথিতে ভর্তি হব। বাউবিতে টাকাপয়সা তেমন খরচ না হলেও পড়ালেখার মান মোটেই ভালো নয়। বইগুলো সব ভুলে ভরা। এখন যেকোনোভাবে আমার বিবিএস কোর্সটা শেষ হলেই বাঁচি।'

বাউবির অন্য শিক্ষার্থী শিপলু বলেন, 'সবাই নকল করে, তাই আমিও করেছি। সপ্তাহে শুক্রবারে এক দিন ক্লাস হয়। তাও শিক্ষকরা নিয়মিত উপস্থিত হন না। ব্যবহারিক ক্লাস ঠিকমতো হয় না। ছাত্ররা নকল করবে না কী করবে। পরীক্ষার হলে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আসে না। শিক্ষকরাও পরীক্ষার হলে ঢিলেঢালা পার্ট দেন। নকল পেলেও বহিষ্কার করা হয় না। এ জন্যও নকল বাড়ছে।'

বাউবির সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নতুন উপাচার্য আসার পর বাউবির সমস্যা কিছুটা কমলেও শেষ হয়ে যায়নি। বাউবির যে কেন্দ্রেই পরীক্ষা হোক, সব খাতা মূল ক্যাম্পাসে আসে, সেখান থেকে শিক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়। অথচ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ৯টি বোর্ড। নিজ নিজ বোর্ড তাদের খাতা বিতরণ করে। তাই তারা যত সহজে কাজ করতে পারে, আমরা তা পারি না। লোকবল খুবই কম। সিলেবাস ঠিকমতো হয় না। তাই অন্যান্য বোর্ড পরীক্ষার মতো আমরা যথাসময়ে পরীক্ষার রুটিন দিতে পারি না।' তিনি বলেন, বাউবিকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নজর দিতে হবে। তাহলে সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

অভিযোগ রয়েছে, বাউবির আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা তেমন তথ্য জানতে পারে না। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো প্রধান ক্যাম্পাসে যোগাযোগ করতে বলে। প্রধান ক্যাম্পাসে একটি মিডিয়া সেন্টার থাকলেও সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো তথ্য পায় না। শিক্ষার্থী ভর্তি ও পরীক্ষা নিয়ে নানা রকমের দুর্নীতি ঘটেছে বাউবিতে। এ জন্য টিউটোরিয়াল কেন্দ্র থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির দায়িত্ব আঞ্চলিক কেন্দ্রের ওপর দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

জানা যায়, বাউবি এখনো চলছে এনালগ পদ্ধতিতে। ইতিমধ্যে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, ফরম পূরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করলেও বাউবি তাদের অধিকাংশ প্রোগ্রামই তা চালু করতে পারেনি। ফলে বাউবির এসব কাজের পেছনেও প্রচুর সময় ব্যয় হয়।

বাউবির মাধ্যমে দেশে একটি শিক্ষা চ্যানেল চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা আজও চালু হয়নি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ২০০৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন শিক্ষাসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাবেক উপাচার্য আর আই এম আমিনুর রশীদ উপস্থিত থেকে বাউবির মিডিয়া সেন্টারকে অধিকতর সম্প্রচারযোগ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি শিক্ষা চ্যানেল গঠনের সিদ্ধান্ত দিয়ে আসেন। একই বছরের ১২ মার্চ ৩ পৃষ্ঠার একটি কর্মপরিকল্পনা শিক্ষাসচিব বরাবর উপস্থাপন করা হয়। এরপর মিডিয়া সেন্টারের কর্মপরিকল্পনা কিছুদিন চললেও তা অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাউবির মিডিয়া সেন্টারের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। সম্প্রতি সংসদ টেলিভিশনে বাউবি তিন-চার ঘণ্টা প্রোগ্রাম সম্প্রচারের অনুমতি পায়। কিন্তু বাউবির যে লোকবল রয়েছে, তাতে ঠিকমতো অনুষ্ঠান তৈরি করা সম্ভব নয়। দক্ষ ও মেধাবী লোক নিয়োগ না দিলে আগের মতোই কিছুদিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আবারও বন্ধ করে দিতে হবে বলে জানান একাধিক শিক্ষক।

এসব বিষয়ে মিডিয়া সেন্টারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, 'সম্প্রচার উপযোগী প্রোগ্রাম করতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত আমরা সম্প্রচারে যেতে পারি। আমাদের এখানে কিছু লোক আছে, যারা চাকরি করে তাই অফিসে আসে। এভাবে চললে তো সব কাজই পিছিয়ে যাবে। সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে সব কাজই দ্রুত করা সম্ভব হবে।'